মাদানী মুন্নাদের জন্য ইসলামের মৌলিক জ্ঞান সম্বলিত অনন্য কিতাব

মাদানী নিসাব
বরায়ে
মাদানী কায়দা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

কিতাব পাঠ করার দো'আ

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দো'আটি পড়ে নিন, যা কিছু পড়বেন স্বরণে থাকবে। দো'আটি হল, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও হে চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: কিয়ামতের দিনে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেল কিন্তু জ্ঞান অর্জন করল না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করল আর অন্যরা তার থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করল অথচ সে নিজে গ্রহণ করল না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করল না)।

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক বা বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

এই বইটি **মজলিশে মাদরাসুতুল মদীনা ও মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমীয়া (শুবায়ে ইসলাহী কুতুব)** উর্দূ ভাষায় উপস্থাপন করেছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই বইটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdtarajim@gmail.com, bdmaktabatulmadina26@gmail.com

web : www.dawateislami.net

মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা নিজে পড়ুন অপরকে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

মাদানী মুন্নাদের জন্য

মাদানী নিসাব
বরায়ে
মাদানী মায়িদা

উপস্থাপনায়:
মজলিশে মাদরাসুতুল মদীনা
মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমীয়া
(শুবায়ে ইসলাহী কুতুব)
দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল মদীনা

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

বিস্তারিত সূচিপত্র

বিস্তারিত সূচিপত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল্ মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)-র পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআন-সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়তের প্রসারতাকে সারা দুনিয়ায় প্রত্যেকের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হল **'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি শোবা (বিভাগ) রয়েছে। যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে দর্সি কুতুব)
৩. চারিত্রিক সংশোধন মূলক কিতাবাদি বিভাগ- (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ- (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)
৫. কিতাব পরীক্ষণ বিভাগ- (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)
৬. উৎস নিরুপণ বিভাগ।- (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্র' সর্বাগ্রে প্রধান কাজ হচ্ছে ছরকারে আ'লা হযরত, ইমামে আহ্লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীনোমিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইরো বরকত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল্ হাফেজ, আল্ ক্বারী, শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْه এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য খুব সহজভাবে পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে ধরনের সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো স্বয়ং নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ্' মজলিশ সহ সকল মজলিশগুলোকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষ দান করুন। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওছিলা করুন। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِىِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রশংসা এবং সৌভাগ্য

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ওমর বায়যাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه (ওফাত: ৬৮৫ হিঃ) বলেছেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা** এবং তাঁর **রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য করে, দুনিয়াতে তার প্রশংসা হয় এবং আখিরাতে (সে) সৌভাগ্য দ্বারা ধন্য হবে। **(তাফসীরে বায়যাবী, পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত নং: ৭১ এর ব্যাখ্যায় বর্ণিত, ৪র্থ খন্ড, ৩৮৮ পৃষ্ঠা)**

প্রথমে এটা পড়ে নিন

কুরআন মাজীদ **আল্লাহ্ তাআলা**র সর্বশেষ কিতাব। এটার পাঠকারী এবং এর উপর আমলকারী উভয় জগতে সফলকাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তত্ত্বাবধানে দেশে-বিদেশ (কুরআনে পাক) হিফজ ও নাযেরার অসংখ্য মাদ্‌রাসা **"মাদরাসাতুল মদীনা"** নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধুমাত্র পাকিস্তানে আজ পর্যন্ত কম-বেশি প্রায় ৭৫ হাজার মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদের সম্পূর্ণ ফ্রিতে (কুরআনে পাকের) হিফজ ও নাযেরার দ্বীনি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। এই মাদ্‌রাসাগুলোতে কুরআনে পাকের সাথে সাথে ধর্মীয় বিষয়াদির শিক্ষা এবং এর প্রশিক্ষণের উপরও খুব গুরুত্ব দেয়া হয়। যাতে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা থেকে (হিফজ শেষ করে) বের হতেই ঐ ছাত্র কুরাআনে পাকের শিক্ষার সাথে সাথে দ্বীনে ইসলামের প্রয়োজনীয় ইলম শিখার মাধ্যমে ধন্য হয় এবং তার মাঝে যেন ইলম ও আমল উভয়টির নূর প্রকাশ পায়। সে যেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়, ভাল-মন্দের পার্থক্যকারী হয়, মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র এবং ভালগুণের ধারক হয়। আর বড় হয়ে যেন সমাজের এমন এক সৎচরিত্রবান মুসলমান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে যে সারা জীবন নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় রত থাকে।

"কায়েদা বিভাগে" খুব কম বয়সী মাদানী মুন্নারা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাই তাদের মেধা উপযোগী এমন পাঠ্যক্রম পেশ করা হচ্ছে, যাতে রয়েছে প্রাথমিক দ্বীনি বিষয়াদি যেমন: তাআউয (আউযুবিল্লাহ্), তাসমিয়া (বিসমিল্লাহ্), সংক্ষিপ্ত ও সহজ দো'আ সম্ভার, বুনিয়াদী আক্বায়েদ, অন্যান্য জরুরী মাসআলা-মাসায়িল ইত্যাদি। আর সাধারণ বিষয়াদির মধ্যে যেমন: আসমানি কিতাবাদি,

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام, সাহাবা ও আউলিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গণের ব্যাপারে প্রাথমিক জ্ঞানের বিষয়াবলী রয়েছে।

“মাদানী নিসাব বরায়ে মাদানী কায়েদা”টি উপস্থাপণ করছেন **“মজলিশে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা”** ও **“মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ”**। যা **“দারুল ইফতায়ে আহ্‌লে সুন্নাত”** এর মাধ্যমে “শরয়ী তাফতীশ” (শরয়ী পর্যবেক্ষণ” করানো হয়েছে।

ইয়েহী হে আরজু তা'লীমে কুরআন আ-ম হো যায়ে,
হার ইক পরচম ছে উঁচা পরচমে ইসলাম হো যায়ে।

মজলিশে মাদ্‌রাসাতুল মদীনা,
মজলিশে আল মদীনাতুল ইলমিয়্যাহ।

হামদে বারী তাআলা[১]

তু হি মালিকে বাহ্‌রো বর্‌ হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্
তু হি খালিকে জিন্নো বশর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
তু আবদী হে তু আযলী হে তেরা নাম আলীম ও আলী হে
জাত তেরি সব ছে বরতর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
ওয়াছ্‌ফ বয়াঁ করতে হেঁ সারে সঙ্গো শজর আওর চাঁদ সিতারে
তসবীহ্‌ হার খুশকো তর্‌ হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
তেরা চর্চা গলি গলি হে ডালি ডালি কলি কলি হে
ওয়াছিফ হার ইক ফুলো সমর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
খিলকত জব পানি কো তরসে রিমঝিম রিমঝিম বরখা বরছে
হার ইক পর রহমত কি নজর হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
রাত নে জব ছর আপনা ছুপায়া চিড়য়োঁ নে ইয়ে জিক্‌র সুনায়া
নাগ্‌মা বার নসীমে সাহার হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥
বখ্‌শ দে তু আত্তার কো মওলা ওয়াসিতা তুঝকো উস পেয়ারে কা
জো কে নবিয়োঁ কা সারওয়ার হে ইয়া আল্লাহু ইয়া আল্লাহ্॥

---

[১]..........(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২ পৃষ্ঠা)

নাতে মুস্তফা

আঁখো কা তারা নামে মুহাম্মদ দিল কা উজালা নামে মুহাম্মদ॥
দৌলত জো চাহো দোনো জাহাঁ কি কর লো ওয়াজিফা নামে মুহাম্মদ॥
নূহ ও খলীল ও মূসা ও ঈসা সব কা হে আক্বা নামে মুহাম্মদ॥
পায়েঁ মুরাদে দোনো জাহা মে জিস নে পুকারা নামে মুহাম্মদ॥
পূছেগা মওলা লায়া হে কিয়া কিয়া মাই ইয়ে কহোঁগা নামে মুহাম্মদ॥
আপনে রযা কে কুরবান জাওঁ জিস নে সিখায়া নামে মুহাম্মদ॥
আপনে জমীল রযবী কে দিল মে আযা সামা যা নামে মুহাম্মদ!

[মাদ্দাহে হাবীব হযরত মাওলানা জমীলুর রহমান রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ]

আযকার

নামায

সানা

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

অনুবাদঃ তুমি পবিত্র **হে আল্লাহ!** আর আমি তোমার তারিফ করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ। তোমার মর্যাদা অতীব মহান। তুমি ছাড়া আর কোন মাবুদ নাই।

তাআউয

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط

অনুবাদঃ আমি বিতাড়িত শয়তান হতে **আল্লাহ্**র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তাসমিয়া

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু করুণাময়।

কলেমা

প্রথম ‘কলেমা তায়্যিব’

(তায়্যিব অর্থ পবিত্র)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط

অনুবাদঃ **আল্লাহ্** ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই; হযরত **মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসূল।

দ্বিতীয় ‘কলেমা শাহাদাত’

(শাহাদাত অর্থ সাক্ষ্য)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ ط

অনুবাদঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই। তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক (সমকক্ষ) নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর বান্দা ও রাসূল।

তৃতীয় ‘কলেমা তামজীদ’

(তামজীদ অর্থ মর্যাদা)

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اَكْبَرُ ط
وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ط

অনুবাদঃ **আল্লাহ্** পবিত্র। সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য। **আল্লাহ্** ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। **আল্লাহ** মহান। গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি ও নেক আমল করার সামর্থ এক মাত্র **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে, যিনি সবার চেয়ে মহান, অতীব মর্যাদাবান।

দরূদ শরীফ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করছেন: "তোমরা যেখনেই অবস্থান কর আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ কর, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।"[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

হে আল্লাহ্র রাসুল! আপনার উপর দরূদ ও সালাম এবং আপনার পরিবার-পরিজন ও আপনার সাহাবাগণের উপরও (দরূদ ও সালাম) হে **আল্লাহ্**র হাবীব!

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

হে আল্লাহ্র নবী! আপনার উপর দরূদ ও সালাম এবং আপনার পরিবার-পরিজন ও আপনার সাহাবাগণের উপরও (দরূদ ও সালাম) হে **আল্লাহ্**র নূর!

দো'আ

কুরআনে পাক তিলাওয়াত করার দো'আ

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْم ط

অনুবাদঃ বিতাড়িত শয়তান হতে **আল্লাহ্**র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

[১]..........(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল মানাসিক বাবু যিয়ারাতিল কুবুর, ২য় খন্ড, ৩১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৪২)

উঁচু স্থানে উঠার সময় পাঠ করার দো'আ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্ সর্বমহান।

উঁচু স্থান থেকে নামার সময় পাঠ করার দো'আ

سُبْحٰنَ اللّٰه

অনুবাদঃ আল্লাহ্ প্রত্যেক দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

পানি পান করার পূর্বে পাঠ করার দো'আ

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়।

পানি পান করার পরে পাঠ করার দো'আ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ ط

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি সারা জাহানের মালিক।

আহারের পূর্বে পাঠ করার দো'আ

بِسۡمِ اللّٰهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللّٰهِ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে এবং **আল্লাহ্**র বরকতে (আহার করছি)।

আহারের পরে পাঠ করার দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَ جَعَلَنَا مُسْلِمِیْنَ ؕ[১]

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্** জন্য, যিনি আমাদের আহার করালেন, পান করালেন এবং আমাদের মুসলমান বানালেন।

ঘুমাবার সময়কার দো'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْیٰی ؕ[২]

অনুবাদঃ হে **আল্লাহ্**! আমি তোমার নামে মৃত্যু বরণ করি (অর্থাৎ ঘুমাই) এবং তোমার নামে জীবিত হই (অর্থাৎ জাগ্রত হই)।

ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দো'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَحْیَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ؕ[৩]

অনুবাদঃ সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর (অর্থাৎ- ঘুমের পর) জীবন দান করেছেন (অর্থাৎ- জাগ্রত করেছেন) এবং তাঁর দিকেই আমাদেরকে প্রত্যাবর্তণ করতে হবে।

মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের সময়কার দো'আ

اَلسَّلَامُ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهٗ ؕ

অনুবাদঃ আপনাদের উপর শান্তি, **আল্লাহ্**র রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।

---

[১] ....(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আত্ইমা, ৩য় খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫০)
[২] ....(সহীহ বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪র্থ খন্ড, ১৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩১৪)
[৩] ....(প্রাগুক্ত)

মুসাফাহা করার সময়কার দো'আ

يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্ আমাদের এবং আপনাদের গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করে দিন।

কারো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দো'আ

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا ط

অনুবাদঃ আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ঈমানিয়াত

[ঈমান ও ঈমানের বিবৃতি সংক্রান্ত বিষয়াদি]

প্রশ্নঃ ঈমান কাকে বলে?

উত্তরঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেগুলোকে সত্য জ্ঞানে বিশ্বাস করা এবং সত্য অন্তরে স্বীকৃতি প্রদান করাকে ঈমান বলে।

প্রশ্নঃ ঈমানের বিবৃতি কত প্রকার? এবং কী কী?

উত্তরঃ ঈমানের বিবৃতি দুই ধরনের। যথাঃ ১. ঈমানে মুজমাল ২. ঈমানে মুফাস্‌সাল।

প্রশ্নঃ ঈমানে মুজমাল কাকে বলে?

উত্তরঃ ঈমান সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতিকে "ঈমানে মুজমাল" বলে।

প্রশ্ন: ঈমানে মুজমাল ও সেটির অনুবাদ শুনান?

উত্তর: ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ کَمَا ھُوَ بِاَسْمَآئِہٖ وَصِفَاتِہٖ وَقَبِلْتُ جَمِیْعَ اَحْکَامِہٖ
اِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَ تَصْدِیْقٌ بِالْقَلْبِ ط

অনুবাদ: আমি **আল্লাহ্**র উপর ঈমান আনলাম, যেমনিভাবে তিনি আপন নাম সমূহও গুণাবলীর সাথে আছেন এবং আমি তাঁর সমস্ত বিধি-বিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি সহকারে ও অন্তরের সত্যায়নের মাধ্যমে মেনে নিলাম।

প্রশ্ন: ঈমানে মুফাস্‌সাল কাকে বলে?

উত্তর: ঈমান সংক্রান্ত বিশদ বিবৃতিকে “ঈমানে মুফাস্‌সাল” বলে।

প্রশ্ন: ঈমানে মুফাস্‌সাল ও সেটির অনুবাদ শুনান?

উত্তর: ঈমানে মুফাস্‌সাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِکَتِہٖ وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ وَالْیَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرِہٖ وَ
شَرِّہٖ مِنَ اللّٰہِ تَعَالٰی وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ط

অনুবাদ: আমি ঈমান আনলাম **আল্লাহ্**র উপর, তাঁর ফেরেশতাকুলের উপর, তাঁর কিতাবাদির উপর, তাঁর রাসুলগণের উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, তকদীরের উপর- যার ভাল-মন্দ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে, আর মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উপর।

আল্লাহ্ তাআলা

প্রশ্নঃ আমাদেরকে কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আমাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা** সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্নঃ আসমান, জমিন, চাঁদ, সূর্য, তারা এসব কে সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আসমান, জমিন, চাঁদ, সূর্য, তারা এসব **আল্লাহ্ তাআলাই** সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্নঃ আমরা কার ইবাদত করি?

উত্তরঃ **আল্লাহ্ তাআলার**।

প্রশ্নঃ সব কিছু দেখেন ও শোনেন কে?

উত্তরঃ **আল্লাহ্ তাআলা** সব কিছু দেখেন ও শোনেন।

প্রশ্নঃ **আল্লাহ্**র থেকে কোন বস্তু গোপন থাকতে পারে কি?

উত্তরঃ জ্বী না! কোন বস্তু **আল্লাহ্** থেকে গোপন থাকতে পারে না। তিনি সব কিছুই জানেন।

৫টিকে ৫টির পূর্বে

প্রিয় মাদানী মুন্না মুন্নিরা! নিঃশ্চয়ই জীবন অতি সংক্ষিপ্ত, যে সময়টুকু মিলেছে তা শতভাগই মিলেছে। পরবর্তীতে আরো সময় পাওয়ার আশা করাটা ধোঁকা মাত্র। জানা নেই, পরবর্তী মুহুর্তে আমরা মৃত্যুর সাথে আলিঙ্গনবাদ্ধও হতে পারি। **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "৫টি বস্তুকে ৫টি বস্তুর পূর্বে মূল্যবান মনে কর। (১) যৌবনকালকে বৃদ্ধকালের পূর্বে। (২) স্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে। (৩) সম্পদশালীত্বকে অভাবত্বের পূর্বে। (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে। (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে।"

(আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৭৯১৬, দারুল মারিফাত, বৈরুত)

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মোবারক কী?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র নাম মোবারক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরবের বিখ্যাত নগরী মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন্ মাসের কত তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন দিন জন্ম গ্রহণ করেন?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সোমবার দিন জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নাম কী?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের নাম হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ ।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের নাম কী?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানের নাম হযরত সায়্যিদাতুনা আমেনা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا ।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওজা মোবারক কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র রওজা মোবারক মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত।

প্রশ্ন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী বয়স (দুনিয়াবী বয়স) কত ছিল?

উত্তর: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী বয়স (দুনিয়াবী বয়স) ছিল ৬৩ বৎসর।

আমাদের দ্বীন

প্রশ্ন: আমরা কারা?

উত্তর: আমরা মুসলমান।

প্রশ্ন: আমাদের দ্বীন (ধর্ম) কী?

উত্তর: আমাদের দ্বীনে (ধর্ম) ইসলাম।

প্রশ্ন: মুসলমান কাকে বলে?

উত্তর: যারা দ্বীন ইসলাম (ইসলাম ধর্ম) মেনে চলে তাদের মুসলমান বলে।

প্রশ্ন: মুসলমানেরা কার ইবাদত করেন?

উত্তর: মুসলমানেরা একমাত্র **আল্লাহ্**র ইবাদত করেন।

প্রশ্ন: ইসলাম ধর্ম কী শিক্ষা দেয়?

উত্তর: ইসলাম ধর্ম সততা-সত্যবাদিতা, স্বচ্ছতা-পবিত্রতা, উদারতা-পরোপকারিতা ও ভাল কাজের শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন: ইসলামের কলেমা কী?

উত্তর: ইসলামের কলেমা হল;

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ ط

অনুবাদ: আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়, মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্**র রাসুল।

আরাকানে ইসলাম

প্রশ্ন: ইসলমের রোকন (ভিত্তি) কয়টি?

উত্তর: ইসলামের রোকন পাঁচটি। যথা: (১) এই কথার স্বীকৃতি দেওয়া যে, **আল্লাহ্** ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয় এবং হযরত মুহাম্মদ صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর বিশেষ বান্দা ও রাসুল। (২) নামায কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা। (৩) যাকাত আদায় করা। (৪) হজ্ব করা। (৫) রমজানের রোযা রাখা।[১]

প্রশ্ন: দিনে-রাতে কয় ওয়াক্ত নামায ফরজ?

উত্তর: দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ।

প্রশ্ন: পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম বলুন?

উত্তর: (১) ফজর, (২) যোহর, (৩) আসর, (৪) মাগরিব (৫) ইশা।

প্রশ্ন: মুসলমানদের উপর কোন্ মাসের রোযা রাখা ফরজ?

উত্তর: মুসলমানদের উপর পবিত্র রমজান মাসের রোযা রাখা ফরজ।

প্রশ্ন: হজ্ব কার উপর ফরজ?

উত্তর: প্রত্যেক সামর্থবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার হজ্ব করা ফরজ।

প্রশ্ন: হজ্ব কোথায় আদায় করা হয়?

উত্তর: হজ্ব মক্কা মুকার্‌রমায় আদায় করা হয়।

---

[১] ....(সহীহ বুখারী, কিতাবুর ঈমান, ১ম খন্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮)

ফেরেশ্‌তা

প্রশ্ন: ফেরেশ্‌তা কারা?

উত্তর: ফেরেশ্‌তা হল **আল্লাহ্‌**র নূরের তৈরি সৃষ্টি।

প্রশ্ন: ফেরেশ্‌তারা কী কাজ করেন?

উত্তর: **আল্লাহ্‌** যে কাজের হুকুম দেন ফেরেশ্‌তারা তা-ই করেন।

প্রশ্ন: ফেরেশ্‌তাদের সর্দার (দলপতি) কে?

উত্তর : ফেরেশ্‌তাদের সর্দার হলেন হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام।

প্রশ্ন: ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা কত?

উত্তর: ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যা সম্বন্ধে **আল্লাহ্‌ তাআলা** ও **তাঁর রাসুল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

প্রশ্ন: ফেরেশ্‌তাদের খাদ্য (খাবার) কী?

উত্তর: ফেরেশ্‌তাদের কোন খাদ্য নেই। তাঁরা কোন কিছু আহারও করেন না, কোন কিছু পানও করেন না।

জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে

হযরত সায়্যিদুনাা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত আছে যে, নূরের পায়কর, সকল নবীদের সরওয়ার, উভয় জগতের তাজওয়ার, সুলতানে বাহরো বর, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “জান্নাত মায়েদের পায়ের নীচে।”

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, আল বাবুস সানী ফি বিররিল ওয়ালিদাইন, ১৬তম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪৫৪৩১)

নবী-রাসুল عَلَیۡھِمُ السَّلَام

প্রশ্ন: নবী কাকে বলা হয়?

উত্তর: মানব জাতির হেদায়তের জন্য মহান **আল্লাহ্ তাআলা** যাঁর প্রতি অহী নাযিল করেছেন, তাঁকে নবী বলা হয়।

প্রশ্ন: **আল্লাহ্ তাআলা** সর্বপ্রথম কোন্ নবীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন?

উত্তর: **আল্লাহ্ তাআলা** সর্বপ্রথম হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَیۡہِ السَّلَام কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

প্রশ্ন: পৃথিবীতে আগমনকারী সর্বশেষ নবী عَلَیۡہِ السَّلَام কে?

উত্তর: পৃথিবীতে আগমনকারী সর্বশেষ নবী হলেন আমাদের **প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ।

প্রশ্ন: আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরে কি কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করতে পারেন?

উত্তর: জ্বী না! আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরে আর কোন নবী পৃথিবীতে আগমন করতে পারেন না।

প্রশ্ন: যদি কেউ নবী হওয়ার মিথ্যা দাবী করে, তাহলে তাকে কী বলা হয়?

উত্তর: যদি কেউ নবুওয়াতের দাবী করে, তাহলে তাকে 'কায্যাব' (মিথ্যুক) বলা হয়।

প্রশ্ন: সকল নবীগণ কি স্ব-স্ব কবরগুলোতে জীবিত আছেন?

উত্তর: জ্বী হ্যাঁ।

প্রশ্ন: সকল নবীদের সর্দার কে?

উত্তর: সকল নবীদের সর্দার হলেন আমাদের প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ।

প্রশ্ন: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "কানযুল ঈমানে" 'নবী' শব্দের কী অর্থ করেছেন?

উত্তর: "অদৃশ্যের সংবাদদাতা"।

প্রশ্ন: কয়েকজন নবী عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নাম বলুন?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা আদম عَلَيْهِ السَّلَام।
হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام।
হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام।
হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام।
হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام।
হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান عَلَيْهِ السَّلَام।
আমাদের প্রিয় আক্বা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم।

নবীগণের মুজিযা সমূহ

প্রশ্ন: মুজিযা কাকে বলে?

উত্তর: নবুওয়াতের ঘোষণার পর নবী থেকে অস্বাভাবিক যেসব বিষয় প্রকাশ পায় সেগুলোকে মুজিযা বলে।

প্রশ্ন: কোন্ নবী عَلَيْهِ السَّلَام লোহা হাতে নিতেন তো, তা মোমের মত নরম হয়ে যেত?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام লোহা হাতে নিতেন তো, তা মোমের মত নরম হয়ে যেত।

প্রশ্ন: কোন্ নবী عَلَيْهِ السَّلَام 'আসা' (অর্থাৎ- লাঠি) দ্বারা আঘাত করার কারণে নদীর মাঝে রাস্তা তৈরি হয়ে যায়?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর 'আসা' দ্বারা আঘাত করার কারণে নদীর মাঝে রাস্তা তৈরি হয়ে ছিল।

প্রশ্নঃ কোন্ নবী তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার শব্দ শুনে মুচকি হেসে ছিলেন?

উত্তরঃ হযরত সায়্যিদুনা সোলায়মান عَلَيۡهِ السَّلَام তিন মাইল দূর থেকে পিঁপড়ার শব্দ শুনে মুচকি হেসে ছিলেন।

প্রশ্নঃ সেই জান্নাতি উষ্ট্রীটি কোন্ নবীর ছিল, যেটি তার পালা এলে পুকুরের সমস্ত পানি পান করে নিত?

উত্তরঃ সেই জান্নাতি উষ্ট্রীটি হযরত সায়্যিদুনা সালিহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর ছিল। যেটি তার পালা এলে পুকুরের সমস্ত পানি পান করে নিত।

আসমানী কিতাব

প্রশ্নঃ কোন্ কিতাব গুলোকে আসমানী কিতাব বলে?

উত্তরঃ **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে নাযিল কৃত কিতাব সমূহকে আসমানী কিতাব বলে।

প্রশ্নঃ আসমানী কিতাবগুলো কাদের উপর নাযিল হয়েছে?

উত্তরঃ আসমানী কিতাবগুলো আম্বিয়ায়ে কেরামদের عَلَيۡهِمُ السَّلَام উপর নাযিল হয়েছে।

প্রশ্নঃ আসমানী কিতাবগুলো কেন নাযিল করা হয়েছে?

উত্তর : মানব জাতির হেদায়তের জন্য আসমানী কিতাবগুলো নাযিল করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ প্রসিদ্ধ আসমানী কিতাবগুলো কী কী?

উত্তরঃ (১) তাওরীত, (২) যাবূর, (৩) ইনজীল ও (৪) কুরআন মাজীদ।

সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان

প্রশ্ন: সাহাবী কাদের বলা হয়?

উত্তর: যে ব্যাক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمকে ঈমান সহকারে দেখেছেন এবং ঈমানের উপরই তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে, তাঁকে সাহাবী বলে।

প্রশ্ন: খোলাফায়ে রাশেদীন বলতে কোন্ সাহাবাদের বুঝানো হয়?

উত্তর: মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী বেছালের (প্রকাশ্য ওফাতের) পর যে চারজন সাহাবী পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের আমীর হয়েছিলেন, তাঁদের খোলাফায়ে রাশেদীন বলা হয়।

প্রশ্ন: খোলাফায়ে রাশেদীনদের নামগুলো বলুন?

উত্তর: ১. আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ।

২. আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারূকে আযম رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ।

৩. আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওসমান গনী رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ।

৪. আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাদা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنۡهُ।

ইসলামের প্রকৃতি

ইসলামে ‘লজ্জা’কে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন- হাদীস শরীফে রয়েছে: “নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ধর্মের একটি প্রকৃতি, স্বভাব (তথা উত্তম বৈশিষ্ট) রয়েচে, আর ইসলামের প্রকৃতি হচ্ছে ‘লজ্জা’।” (সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা, হদীস: ৪১৮১, দরুল মা’রিফাত, বৈরুত) অর্থাৎ- প্রত্যেক উম্মতের কোন না কোন বিশেষ স্বভাব (বৈশিষ্ট) থাকে। যা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপর প্রাধান্য পায়। আর ইসলামের ঐ স্বভাবটি হচ্ছে ‘লজ্জা’।

প্রশ্ন: কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম বলুন?

উত্তর: কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম হল;

১. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

২. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

৩. হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

৪. হযরত সায়্যিদুনা আমীর মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

৫. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

৬. হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ ।

জান্নাতে গাছ লাগান

প্রিয় মাদানী মুন্না-মুন্নিরা! সময়ের কত গুরুত্ব রয়েছে তা এই কথাটি থেকে উপলব্ধি করুন যে, যদি আপনি চান তাহলে এই দুনিয়াতে থাকাবস্থায় মাত্র এক সেকেন্ডের ভিতর জান্নাতের মধ্যে একটি গাছ লাগাতে পারেন! আর জান্নাতে গাছ লাগানোর পদ্ধতিটিও খুবই সহজ। যেমন- ইবনে মাযাহ শরীফের একটি হাদীসের ভাষ্য মতে এই চারটি শব্দাবলী থেকে যে কোন একটি শব্দ বললেই জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়ে দেয়া হবে। ঐ শব্দ গুলো হল:

(১) سُبۡحٰنَ اللهِ, (২) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ, (৩) لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ, (৪) اَللهُ اَكۡبَرُ ।

(সুনানে ইবনে মাযাহ, ৪র্থ খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৮০৭, দারুল মা'রিফাত, বৈরুত)

আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام

প্রশ্ন: কাদের **আল্লাহ্**র অলী বলা হয়?

উত্তর: যাঁরা নিজেদের মনোবৃত্তিকে **আল্লাহ্** ও তাঁর রসুলের ভালবাসায় বিলীন করে দিয়ে থাকেন এবং সারা জীবন তাঁদের আনুগত্য করে থাকেন, ঐ সকল মুসলমান বান্দাদেরকে **আল্লাহ্**র অলী বলা হয়।

প্রশ্ন: কয়েকজন **আল্লাহ্**র অলীর নাম বলুন এবং তাঁদের মাযারগুলো কোথায় তাও উল্লেখ করুন?

উত্তর: জান্নাতের ৮টি দরজার সাথে মিল রেখে ৮ জন **আল্লাহ্**র অলীর নাম তাঁদের মাযার সহ উল্লেখ করা হল:

১. হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবদুল কাদের জীলানী (হুজুর গাউছে আযম) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর পবিত্র মাযার ইরাকের প্রসিদ্ধ শহর "বাগদাদ শরীফে" অবস্থিত।

২. হযরত সায়্যিদুনা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (খাজা গরীব নাওয়াজ) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর পবিত্র মাযার ভারতের প্রসিদ্ধ শহর "আজমীর শরীফে" অবস্থিত।

৩. হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিহাবুদ্দীন সুহ্‌রাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর পবিত্র মাযার মোবারক ইরানের প্রসিদ্ধ শহর "সুহ্‌রাওয়ার্দ শরীফে" অবস্থিত।

৪. হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বাহাউদ্দীন নকশ্‌বন্দ্ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর পবিত্র মাযার শরীফ রাশিয়ার প্রসিদ্ধ শহর "বোখারায়" অবস্থিত।

৫. হযরত সায়্যিদুনা আলী হাজবেরী (দাতা গঞ্জবখ্‌শ) رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ। তাঁর পবিত্র মাযার শরীফ পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর মারকাযুল আউলিয়া "লাহোরে" অবস্থিত।

৬. হযরত সায়্যিদুনা বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। তাঁর পবিত্র মাযার শরীফ পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর মদীনাতুল আউলিয়া "মুলতানে" অবস্থিত।

৭. হযরত সায়্যিদুনা বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জ শকর رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। তাঁর পবিত্র মাযার মোবারক পাকিস্তানের প্রসিদ্ধ শহর "পাক পাতন শরীফে" অবস্থিত।

৮. হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُاللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ। তাঁর পবিত্র মাযার ভারতের প্রসিদ্ধ শহর "বেরিলী শরীফে" অবস্থিত।

ইবাদাত

অযু

প্রশ্ন: অযুর ফরজ কয়টি ও কী কী?

উত্তর: অযুর ফরজ চারটি। যথা, ১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা, ২. কনুই সহ উভয় হাত ধৌত করা, ৩. চার ভাগের এক ভাগ মাথা মাসাহ্ করা এবং ৪. টাখনু (তথা ছোট গিড়া) সহ উভয় পা ধৌত করা।[১]

প্রশ্ন: অযু করার পূর্বে কী পড়া উচিত?

উত্তর: অযু করার পূর্বে 'ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ' পড়া সুন্নাত।

পাক-পবিত্রতা

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন:
"পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।"
(সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবু ফাসলিল অযু, ১৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২৩)

---

[১].........(নামাযের আহকাম (উর্দু), ১৪ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন: অযু করার পূর্বে 'بِسۡمِ اللّٰہِ' পড়ার কী ফজিলত রয়েছে?

উত্তর: অযু করার পূর্বে 'بِسۡمِ اللّٰہِ وَ الۡحَمۡدُ لِلّٰہِ' পাঠ করলে যতক্ষণ পর্যন্ত অযু অবশিষ্ট থাকবে ফেরেশতারা সাওয়াব লিখতে থাকবেন।[১]

প্রশ্ন: অযু করা কালে 'یَاقَادِرُ' পাঠ করার কী ফজিলত রয়েছে?

উত্তর: যে ব্যক্তি অযু করা কালে 'یَاقَادِرُ' পাঠ করবে, তাকে শত্রু বিপথগামী করতে পারবে না।

নামায

প্রশ্ন: মাদানী মুন্নাদেরও (ছোট বাচ্চাদেরও) কি নামায পড়া উচিত?
উত্তর: জ্বী হ্যাঁ! মাদানী মুন্নাদেরও নামায পড়া উচিত।
প্রশ্ন: নামাযের শর্ত কয়টি?
উত্তর: নামাযের শর্ত ছয়টি।
প্রশ্ন: নামাযের ফরজ কয়টি?
উত্তর: নামাযের ফরজ সাতটি।

অযুর মাধ্যমে গুনাহ ঝড়ে যায়

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন মানুষ অযু করে, তখন হাত ধোয়ার মাধ্যমে হাতের, মুখ ধোয়ার মাধ্যমে মুখের, মাথা মাসেহ করার মাধ্যমে মাথার এবং পা ধোয়ার মাধ্যমে পায়ের গুনাহ ঝড়ে যায়।"
(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪১৫)

---

[১] ....(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কিতাবুত তাহারাত, ১ম খন্ড, ৫১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১২)

প্রশ্ন: ফজরের নামায কয় রাকাত কী কী?

উত্তর: ফজরের নামায চার রাকাত। দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, দুই রাকাত ফরজ।

প্রশ্ন: জোহরের নামায কয় রাকাত কী কী?

উত্তর: জোহরের নামায বার রাকাত। চার রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, চার রাকাত ফরজ, দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, দুই রাকাত নফল।

প্রশ্ন: আসরের নামায কয় রাকাত কী কী?

উত্তর: আসরের নামায আট রাকাত। চার রাকাত সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা, চার রাকাত ফরজ।

প্রশ্ন: মাগরিবের নামায কয় রাকাত কী কী?

উত্তর: মাগরিবের নামায সাত রাকাত। তিন রাকাত ফরজ, দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, দুই রাকাত নফল।

প্রশ্ন: ইশার নামায কয় রাকাত কী কী?

উত্তর: ইশার নামায সতের রাকাত। চার রাকাত সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদা, চার রাকাত ফরজ, দুই রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদা, দুই রাকাত নফল, তিন রাকাত বিতির (ওয়াজিব), দুই রাকাত নফল।

ভাল ভাল নিয়্যত

কুরআন তিলাওয়াতের ১২টি ভাল ভাল নিয়্যত

১. **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি ও সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে কুরআনে পাকের শিক্ষা অর্জন করব।

২. মাদানী কায়িদা ও কুরআন মাজীদের যথাযথ আদব ও সম্মান করব।

৩. কুরআনে পাকের হুকুমের উপর আমল করে মাদানী কায়িদায় কুরআনের আয়াতগুলো এবং পবিত্র কুরআনকে অযু সহকারে স্পর্শ করব।
৪. মাদানী কায়িদা ও কুরআনে পাককে সম্মানের নিয়্যতে চুমু দেব।
৫. ঘরেও তিলাওয়াতের অভ্যাস গড়ব।
৬. **আল্লাহ্**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সারা জীবন বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে ধীরে ধীরে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করব।
৭. মাদানী কায়িদা ও কুরআনে পাক তিলাওয়াতের সাওয়াব আমার পরম দয়ালু মুর্শিদ, ওস্তাদগণ, পিতা-মাতা এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সমস্ত উম্মতদের প্রতি ঈসাল করব তথা পৌছাব।
৮. পবিত্র কুরআনের বিধানাবলীর উপর সারা জীবন আমল করব।
৯. মাদানী কায়িদা ও পবিত্র কুরআনে অনর্থক দাগ দেব না।
১০. মাদানী কায়িদা ও পবিত্র কুরআনকে শহীদ (বিনষ্ট) হওয়া থেকে রক্ষা করব।
১১. মাদানী কায়িদা ও পবিত্র কুরআন শরীফকে ধূলা-বালি, মাটি ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর জন্য তা জুযদানে (কবারে) রাখব।
১২. (চোখকে নিচের দিকে করে রাখার সুন্নাতের উপর আমল করত:) তিলাওয়াতের সময় এদিক-সেদিক তাকাব না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ।

ইলম অর্জনের মাধ্যমে গুনাহ ঝড়ে যায়

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে বান্দা ইলম তালাশে জুতা অথবা মৌজা বা কাপড় পরিধান করে, (সে) আপন ঘরের চৌকাঠ থেকে বের হতেই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।" (আল মু'জামুল আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৭২২)

মদীনা মদীনা হামারা মদীনা[১]

মদীনা মদীনা হামারা মদীনা হামেঁ জানো দিল সে হে পেয়ারা মদীনা
সুহানা সুহানা দিলারা মদীনা দিওয়ানোঁ কি আঁখো কা তারা মদীনা
ইয়ে হার আশিকে মুস্তফা কেহ্ রহা হে হামেঁ তো হে জান্নাত সে পেয়ারা মদীনা
ওহাঁ পেয়ারা কাবা ইহাঁ সবজে গুম্বদ উও মক্কা ভি মিঠা তো পেয়ারা মদীনা
বুলা লীজিয়ে আপনে কদমোঁ মে আক্বা দিখা দীজিয়ে আব তো পেয়ারা মদীনা
ফেরোঁ গির্দে কাবা পিয়োঁ আবে যমযম মাইঁ ফির আ-কে দেখোঁ তোমারা মদীনা
খোদা গর কিয়ামত মে ফরমায়ে মাঁগো লাগায়েঙ্গে দীওয়ানে না'রা মদীনা
মাদীনে মে আক্বা হামে মওত আ-য়ে বনে কা-শ! মাদফন হামারা মদীনা
যিয়া পীরো মুর্শিদ কে সদকে মে আক্বা ইয়ে আত্তার আ-য়ে দোবা-রা মদীনা

মাদানী ফুল

প্রিয় আক্বা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসল, সে আমাকে ভালবাসল, আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।"[২]

সালাম করার মাদানী ফুল

১. প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করা উচিত।
২. মুসলমান সালাম দিলে তার উত্তর দিন।
৩. সালামের উত্তম শব্দাবলী হল এই:

"اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ"।

৪. সালামের উত্তর দেওয়ার সর্বোত্তম শব্দাবলী হল এই:

"وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ"।

---

[১] ....(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৮৭ পৃষ্ঠা)
[২] ....(মিশকাতুল মাসাবীহ, ১ম খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫)

৫. সালামে অগ্রণি ব্যক্তির উপর (অর্থাৎ- সালাম দাতার উপর) ৯০টি এবং উত্তর দাতার উপর ১০টি রহমত নাযিল হয়।[১]
৬. সালাম উচুঁ আওয়াজে করা উচিত।
৭. সালামের জবাব তৎক্ষণাৎ দেওয়া ওয়াজিব।
৮. আগবাড়িয়ে সালাম দেওয়া সুন্নাতে মোবারাকা।
৯. ছোটরা বড়দের সালাম করবে।
১০. ঘরে যাওয়া-আসার সময় সালাম করা সুন্নাত।
১১. যখনই দেখা হয় সালাম করা উচিত।

পানি পান করার মাদানী ফুল

১. পানি বসে পান করা উচিত।
২. পানি আলোতে দেখে পান করা উচিত।
৩. পানি ডান হাতে পান করা উচিত।
৪. পানি মাথা ঢেকে পান করা উচিত।
৫. পানি 'بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط' পড়ে পান করা উচিত।
৬. পানি পান করার পর 'اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ' বলা উচিত।
৭. পানি তিন নিঃশ্বাসে পান করা উচিত।
৮. পানি উভয় ওষ্ঠকে মিলিয়ে ধীরে ধীরে পান করা উচিত।
৯. পানি পান করার সময় ফোঁটা ফোঁটা কিংবা গড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা করা উচিত।
১০. বেঁচে যাওয়া পানি ফেলে না দেওয়া উচিত।

[১] ....(আর জামিউছ ছগীর, হাদীস- ৪৮৭ (সংক্ষেপিত))

আহার করার মাদানী ফুল

১. আহারের পূর্বে ও পরে কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা সুন্নাত।[১] কুলি করে মুখের সম্মুখের অংশও ধুয়ে নিন।

২. খাবার সুন্নাত মোতাবেক বসে বসে খাওয়া উচিত। একটি সুন্নাত পদ্ধতি এটা যে, ডান হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাম পা বিছিয়ে তাতে বসে পড়ুন।[২]

৩. খাবার ডান হাতের তিন আঙ্গুল (অর্থাৎ, বৃদ্ধা, তর্জনী ও মধ্যমা) দ্বারা খাওয়া উচিত।[৩]

৪. আহারের পূর্বে 'بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط' বলা সুন্নাত।[৪]

৫. খাবার ছোট ছোট গ্রাসে খুব ভালভাবে চিবিয়ে খাওয়া উচিত।

৬. আহারের পর প্লেট (বাসন) ভাল ভাবে বাসন পরিষ্কার করে নিন।

৭. আহরের পর 'اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ' বলা উচিত।

৮. যদি শুরুতে 'بِسۡمِ اللّٰہ' অথবা দো'আ পড়তে ভুলে যান, তাহলে স্মরণে আসার সাথে সাথে এই দো'আটি পড়ুন:

'بِسۡمِ اللّٰہِ اَوَّلَہٗ وَ اٰخِرَہٗ ط'।[৫]

---

[১] ....(সুনানে ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আত্ইমা, বাবুল অযু ইনদাত তুআম, ৪র্থ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬০)
[২] ....(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অধ্যায়, ২১ পৃষ্ঠা)
[৩] ....(মিরকাত, কিতাবুল আত্ইমা, ৮ম খন্ড, ৮ পৃষ্ঠা)
[৪] ....(সহীহ মুসলিম, কিতাবুর আশরিবা, বাবু আদবিত তুআম......, ১১১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০১৭)
[৫] ....(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আতইমা, বাবুত তাসমিয়্যাতি আলাল ইতআম, ৩য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৭৬৭)

৯. খাবার প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিবেন না এবং (তা নিচে) পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করুন।

১০. রুটির টুকরা বা ভাত পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নিন। কেননা (এতে) মাগফিরাতের সুসংবাদ রয়েছে।

১১. আহারের পরে হাত ধৌত করে ভালভাবে মুছে নিন।

হাঁচির মাদানী ফুল

১. হাঁচি দেওয়ার সময় মাথা নিচু করে ফেলুন, মুখ ঢেকে নিন এবং আওয়াজ আস্তে বের করুন।

২. হাঁচি আসলে 'اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ' বলা সুন্নাত।

৩. শ্রোতার উপর ওয়াজিব, যেন জবাবে 'یَرْحَمُكَ الله' বলে।

৪. জবাব শুনে হাঁচি দাতা বলবে, 'یَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ'।

হাই-এর মাদানী ফুল

১. হাদীস শরীফে রয়েছে: "যখন কেউ হাই তোলে তখন শয়তান হাসে।"[১]

২. হাই শয়তানের পক্ষ থেকে। যতদূর সম্ভব এটাকে রোধ করা উচিত।[২]

৩. হাই এলে বাম হাতের পিঠ মুখের উপর রাখা উচিত।

৪. হাই রোধ করার পরীক্ষিত পদ্ধতি এটা যে, মনে মনে এই কথা ভাববে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام গণের হাই আসত না।[৩]

---

[১] ....(সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৬২২৬)
[২] ....(প্রাগুক্ত)
[৩] ....(বাহারে শরীয়াত, ৩য় অধ্যায়, ১ম খন্ড, ৫৩৮ পৃষ্ঠা)

নখ কাটার মাদানী ফুল

১. লম্বা নখ শয়তানের বৈঠকখানা। অর্থাৎ তাতে শয়তান বসে।[১]
২. দাঁতে নখ কাটা মাকরূহ্ এবং শ্বেত রোগের কারণ।[২]
৩. প্রথমে ডান হাতের তর্জনী (শাহাদাত আঙ্গুল) থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ভাবে কনিষ্ঠা সহ নখ কেটে নিন। কিন্তু বৃদ্ধাঙ্গুল রেখে দিন।
৪. তারপর বাম হাতের কনিষ্ঠা থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল সহ নখ কেটে নিন।
৫. সর্বশেষে ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটুন।

আখলাকিয়ত

[ভাল আর মন্দ কাজ]

১. মা-বাবা ও বড়জনদের সাথে সর্বদা আদব ও সম্মান বজায় রাখা উচিত।
২. মা-বাবার সাথে উঁচু আওয়াজে কথাবার্তা বলা বেয়াদবী।
৩. যখন মা-বাবাকে আসতে দেখবেন, তখন তাদের সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া উচিত।
৪. দিনে কম পক্ষে এক বার হলেও বাবার হাতে এবং মায়ের পায়ে চুমু খাওয়া উচিত।
৫. মা-বাবার দেয়া প্রত্যেক জায়িয কাজ আনন্দচিত্তে পালন করা উচিত।
৬. প্রত্যেক নামাযের পর মা-বাবা, পীর-মুর্শিদ ও শিক্ষকদের জন্য ভাল ভাল দো'আ করুন।

---

[১] ....(কীমায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ১৬৮ পৃষ্ঠা)
[২] ....(রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল খাত্বরে ওয়াল ইবাহা, ফাসলুন ফিল বায়ঈ, ৯ম খন্ড, ৬৬৮ পৃষ্ঠা)

৭. মিথ্যা বলা অনেক বড় গুনাহ।
৮. গালি দেয়া না-জায়িয ও গুনাহ্।
৯. চুরি করাও জঘন্য গুনাহ্।
১০. কোন মুসলমানকে কষ্ট দেওয়া গুনাহ্।
১১. মসজিদে শোরগোল করা এবং হাসা নিষেধ।
১২. গীবত করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ।
১৩. চুগোলখোর ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।
১৪. যে ব্যক্তি চুপ রইল, সে মুক্তি পেল।

মাদানী মাস

[ইসলামী মাসের নাম]

প্রশ্ন: মাদানী মাস (ইসলামী মাস) কয়টি ও কী কী?

উত্তর: মাদানী মাস (ইসলামী মাস) ১২টি। যথা:

১. মুহার্‌রামুল হারাম
২. সফরুল মুযাফ্‌ফর
৩. রবিউল আউওয়াল (রবিউন নূর)
৪. রবিউল আখির (রবিউল গউছ)
৫. জুমাদাল ঊলা
৬. জুমাদাল উখ্‌রা
৭. রজবুল মুরাজ্জাব
৮. শা'বানুল মুআজ্জাম
৯. রমাজানুল মোবারক
১০. শাওওয়ালুল মুকার্‌রাম
১১. যুল কা'দাতিল হারাম
১২. যুল হিজ্জাতিল হারাম

দা'ওয়াতে ইসলামী

[বুনিয়াদী শিক্ষা]

প্রশ্ন: তাবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠনটির নাম বলুন?

উত্তর: দা'ওয়াতে ইসলামী।

প্রশ্ন: দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতার নাম বলুন?

উত্তর: আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

প্রশ্ন: দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী উদ্দেশ্য হচ্ছে: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ ।"

প্রশ্ন: দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযের নাম কী? এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর: দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকাযের নাম **'ফয়যানে মদীনা'**। এটি বাবুল মদীনায় (করাচীতে) অবস্থিত।

প্রশ্ন: পবিত্র কুরআনের পরে সর্বাধিক পাঠ করা হয় এমন কিতাবটির নাম কী?

উত্তর: এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী পবিত্র কুরআনের পরে সর্বাধিক পঠিত হয় এমন কিতাবটির নাম 'ফয়যানে সুন্নাত'।

প্রশ্ন: 'ফয়যানে সুন্নাত' কিতাবটির প্রণেতা কে?

উত্তর: শায়খে তরিকত আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ।

মানকাবাতে আত্তার

আত্তারী হোঁ আত্তারী

তেরা করম হে জাতে বারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
নিসবত কিয়া হে পেয়ারী পেয়ারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
আক্বা দে দো বে-কারারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
করতা রহোঁ মাইঁ আশক্বারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
আক্বা সুন লো আরজ্ হামারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
পুরি করোঁ মাইঁ যিম্মেদারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
আক্বা তেরে সদকে ওয়ারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
না-যা হোঁ নিসবত পে হামারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
মাইঁ হোঁ যিয়াঙ্গি মাইঁ হোঁ রযবী সগ হোঁ গাউছে পাক কা
কাদেরী হোঁ কাদেরী আত্তারী হোঁ আত্তারী
দরসো বয়াঁ সে কিঁউ ঘাবরাওঁ কেয়সা ডর কিয়া খওফ্ হো
কিঁউ হো কেসি কা রো'ব তারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
দে-তা রহোঁ নেকী কি দাওয়াত চাহ্‌তা হোঁ ইস্তিকামত
গুজরে ইঁউ হি ওমর্ সারি আত্তারী হোঁ আত্তারী
পেয়ারে আক্বা বখ্‌শওয়ানা না-রে দোযখ সে বাচাঁ-না
ইছইয়াঁ কা হে বো-ঝ ভারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
মাইঁ ভি দেখোঁ মক্কা মদীনা মুর্শিদ তেরি আঁখোঁ সে
কব আয়েগী মেরি বারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
রওজায়ে আকদস মিম্বরে নূর মাইঁ ভি দেখোঁ কা-শ! হুজুর
পেয়ারী দেখা জান্নাত কি কিয়ারী আত্তারী হোঁ আত্তারী
মীঠে মুর্শিদ মিঠা হারাম হো মওলা আব তো এয়সা করম হো
হাছরত নিক্‌লে ফির তো হামারি আত্তারী হোঁ আত্তারী
মেরে বাপা মেরে দাতা ভর দো মেরা ভি তুম কা-সা
ফয়য্ তেরা হে জগ্ পে জারি আত্তারী হোঁ আত্তারী
দে-দো মুর্শিদ কুফ্‌লে মদীনা বাপা আতা হো ফিক্‌রে মদীনা
মাইঁ হোঁ মাঙ্গতা মাইঁ হোঁ ভিকারী আত্তারী হোঁ আত্তারী

অজিফা সম্ভার

১. **তাসবীহে ফাতিমা:** প্রত্যেক নামাযের পরে ৩৩ বার 'سُبۡحٰنَ اللهِ'، ৩৩ বার 'اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ' এবং ৩৪ বার 'اَللهُ اَكۡبَرُ' পাঠ করুন।

২. 'يَا سَلَامُ' ১১১ বার পাঠ করে রোগীকে দম করলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ শিফা (আরোগ্য) লাভ হবে।

৩. 'يَا وَهَّابُ' যে ব্যক্তি প্রত্যহ সাত বার পড়বে, তার প্রত্যেক দো'আ কবুল হবে।

৪. 'يَا عَظِيۡمُ' সাত বার পাঠ করে পানিতে দম করে (তথা ফুঁক দিয়ে) পান করলে পেটের ব্যথা দূর হয়ে যায়।

৫. 'يَا مُجِيۡبُ' তিন বার পাঠ করে ফুঁক দিলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ মাথা ব্যথা চলে যাবে।

৬. 'يَا قَوِيُّ' পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ডান হাত মাথায় রেখে এগার বার পাঠ করলে স্মরণশক্তি মজবুত হবে।

শুকরিয়া

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করল না, সে **আল্লাহ্ তাআলার** শোকর আদায় করল না।" (সুনানে তিরমিযী, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াছ ছিলা, বাবু মা-জাআ ফিশ্‌শোকর..... ৩য় খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৯৬২)

দরূদ শরীফ

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পড়ে, তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়।[১]

اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি এই দরূদ শরীফটি পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে।"[২]

মানকাবাতে গাউছে আযম

আসীরো কে মুশকিল কুশা গাউছে আযম[৩]

আসীরো কে মুশকিল কুশা গাউছে আযম ফকীরো কে হাজত রাওয়া গাউছে আযম
ঘিরা হে বালাউঁ মে বান্দা তোমহারা মদদ কে লিয়ে আ-ও ইয়া গাউছে আযম
তেরে হাত মে হাত মাইঁ নে দিয়া হে তেরে হাত হে লাজ ইয়া গাউছে আযম
মুরীদোঁ কো খাত্‌রা নেহিঁ বাহরে গম সে কে বেড়ে কে হেঁ না-খোদা গাউছে আযম
জমানে কে দুখ দর্দ কি রঞ্জো গম কি তেরে হাত মে হে দাওয়া গাউছে আযম
নিকালা হে পেহলে তো ডূবে হুয়োঁ কো আওর আব ডূবতোঁ কো বাঁচা গাউছে আযম
মেরি মুশকিলো কো ভি আ-সান কী জিয়ে কে হেঁ আ-প মুশকিল কুশা গাউছে আযম
খিলা দে জো মুরঝায়ি কলিয়াঁ দিলো কি চালা কোয়ি এয়সী হাওয়া গাউছে আযম
কহে কিস সে যা কর হাসান আপনে দিল কি সুনে কওন তেরে সিওয়া গাউছে আযম

[১] ....(আল কওলুল বদী, ২৭৭ পৃষ্ঠা)
[২] ....(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১০ম খন্ড, ২৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭৩০৪। আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৬৯৮৮)
[৩] ....(যওকে না'ত, ১২৪-১২৮ পৃষ্ঠা)

মুনাজাত

মহব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী।[১]

মহব্বত মে আপনি গুমা ইয়া ইলাহী
না পাওঁ মাঁই আপনা পাতা ইয়া ইলাহী।
রহোঁ মস্তো বে খুদ মাঁই তেরি বিলা মে
পিলা জাম এয়সা পিলা ইয়া ইলাহী
মাঁই বেকার বাতোঁ সে বাঁচ কর হায়েশা
করোঁ তেরি হামদো সানা ইয়া ইলাহী
মেরে আশক্ বেহ্তে রহেঁ কা-শ হরদম
তেরে খওফ সে ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী
গুনাহোঁ নে মেরি কোমর তোড় ডালি
মেরা হাশর মেঁ হোগা কিয়া ইয়া ইলাহী
বানা-দে মুঝে নেক নেকোঁ কা ছদকা
গুনাহো ছে হারদম বাঁচা ইয়া ইলাহী
মেরা হার আমল বস্ তেরে ওয়াস্তে হো
কর্ ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী
ইবাদত মে গুজরে মেরি জিন্দেগানী
করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী
মুসলমাঁ হে আত্তার তেরি আতা সে
হো ঈমান পর খাতিমা ইয়া ইলাহী।

[১] ....(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৫ পৃষ্ঠা)

সালাত ও সালাম

[মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম][১]

মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম
শময়ে বয্মে হিদায়ত পে লাখোঁ সালাম।

......***

হাম গরীবোঁ কে আক্বা পে বে হদ দুরূদ
হাম ফকীরোঁ কি ছরওত পে লাখোঁ সালাম।

......***

দূরো নজদীক কে সুন্‌নে ওয়ালে উও কান
কানে লা'লে কারামত পে লাখোঁ সালাম।

......***

জিস কে মাথে শাফাআত কা সেহ্‌রা রাহা
উস জবীনে সাআদাত পে লাখোঁ সালাম।

......***

জিস কে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুকি
উন ভুয়োঁ কি লাতাফত পে লাখোঁ সালাম।

......***

জিস তরফ উঠ গেয়ী দম মে দম আ গেয়া
উস নিগাহে ইনায়াত পে লাখোঁ সালাম।

......***

পাতলী পাতলী গুলে কুদ্‌স কি পাত্তিয়াঁ
উন লবোঁ কি নাযাকত পে লাখোঁ সালাম।

......***

জিস কি তসকীঁ সে রোতে হুয়ে হাঁস পড়ে
উস তবস্‌সুম কি আদত পে লাখোঁ সালাম।

---

[১] ....(হাদায়িকে বখশিশ, ২১১-২২৯ পৃষ্ঠা)

কুল জাহাঁ মুলক আওর জাও কি রুটি গিজা
উস শিকম কি কানাআত পে লাখোঁ সালাম।
......***
জিস সুহানী ঘড়ি চমকা তাইবা কা চাঁদ
উস দিলআফরোজে সাআত পে লাখোঁ সালাম।
......***
গউছে আযম ইমামুত্তুকা ওয়ান্ নুকা
জলওয়ায়ে শানে কুদরত পে লাখোঁ সালাম।
......***
কা-শ মাহশর মে জব উন্ কি আমদ হো আওর
ভেজেঁ সব উন কি শওকত পে লাখোঁ সালাম।
......***
মুঝ সে খিদমত কে কুদসী কহেঁ হাঁ রযা
মুস্তফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম।
......***
ফয়য্ সে জিন কে লাখোঁ ইমামে সাজে
মেরে শায়খে তরিকত পে লাখোঁ সালাম।
......***
জিস নে নেকী কি দাওয়াত কা জযবা দিয়া
উস আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত পে লাখোঁ সালাম।

দো'আর আদব

১. দো'আ করার পূর্বে **আল্লাহ্‌**র হামদ ও সানা (প্রশংসা) বর্ণনা করা উচিত। যেমন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

২. দো'আর আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করার ফলে দো'আ কবুল হয়। যেমন-

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

৩. দো'আ করার সময় দৃষ্টিকে নিচের দিকে করে রাখা উচিত।

৪. দো'আ করার সময় এদিক-সেদিক তাকালে দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

৫. দো'আ করার সময় উভয় হাত কে এভাবে তুলুন যেন সীনা (বুক) বরাবর থাকে।

৬. দো'আ করার সময় উভয় হাতের তালু আসমানের দিকে হওয়া উচিত।

দো'আয়ে মাছূরা

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ط

অনুবাদঃ হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে আখিরাতে কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।

اَللّٰهُمَّ رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا ط

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক জ্ঞান দান কর।

ক্ষুদ্র ইহসানের শুকরিয়া

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেনঃ "যে ব্যক্তি সামান্য ইহসানের (দয়ার) শুকরিয়া আদায় করল না, সে বেশির শুকরিয়াও আদায় করল না।"

(আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮৪৭৭)

তথ্যসূত্র

(১) **কুরআন মজীদঃ** কালামে বারী তাআলা, যীয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর।
(২) **সহীহ বুখারীঃ** ইমাম মুহাম্মদ ইসমাঈল বুখারী (ওফাত- ২৫৬ হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত।
(৩) **সহীহ মুসলিমঃ** ইমাম মুসলিম বিন হুজ্জাজ বিন মুসলিম আল কুশাইরী (ওফাত- ২৬১ হিঃ) দারু ইবনে হেজম বৈরুত।
(৪) **সুনানে আবু দাউদঃ** ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআস (ওফাত- ২৭৫ হিঃ) দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী।
(৫) **সুনানে ইবনে মাযাহঃ** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ আলকাযবীনী (ওফাত- ২৭৩ হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত।
(৬) **আল মুসনাদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল।**
(৭) **আল জামেউস ছগীরঃ** ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (ওফাত- ৯১১) দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।
(৮) **মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ** হাফিজ নূরুদ্দীন আলী বিন আবু বকর হাইশেমী (ওফাত- ৮০৭ হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত।
(৯) **মিশকাতুল মাসাবীহঃ** আশ্‌শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল খতীব আত্‌ তিবরীজী (ওফাত- ৭৪১ হিঃ) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত।
(১০) **মিরকাতুল মাফাতীহঃ** আল্‌ ইমাম আশ্‌ শায়খ আলী বিন সুলতান মুহাম্মদ আল্‌ ক্বারী (ওফাত- ১০১৪ হিঃ) দারুল ফিক্‌র, বৈরুত)
(১১) **কীমায়ে সাআদাতঃ** ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ আল গাযালী (ওফাত- ৫০৫ হিঃ)।
(১২) **আল কাওলুল বদীঃ** হাফিজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আস্‌সাখাবী (ওফাত- ৯০২ হিঃ) মুআস্‌সাসাতুর রায়্যান।
(১৩) **রদ্দুল মুহতারঃ** আল্লামা ইবনে আবেদীন আশ্‌শামী (ওফাত- ২৫২ হিঃ) দারুল মা'রিফাত, বৈরুত।
(১৪) **বাহারে শরীয়াতঃ** সদরুশ শরীয়া মুফতি আমজাদ আলী আ'জমী (ওফাত- ১৩৭৬ হিঃ) যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর।
(১৫) **নামযের আহকামঃ** আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী।
(১৬) **হাদায়িকে বখশিশঃ** আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান (ওফাত- ১৩৪০ হিঃ) মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী।
(১৭) **ওয়াসায়িলে বখশিশঃ** আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী।
(১৮) **যওকে না'তঃ** মাওলানা হাসান রযা খান।

بِسۡمِ الله শরীফের বরকত ও উপকারিতা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৫৪৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'ফয়যানে সুন্নাত'** কিতাবের ১৩৪ থেকে ১৩৫ পৃষ্ঠায় শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه ইরশাদ করছেন:

১. যে ব্যক্তি শোয়ার সময় (আগে ও পরে দরূদ শরীফ সহ) ২১ বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পাঠ করবে, اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সেই রাতে সে শয়তান, চুরি, হঠাৎ মৃত্যু সহ যে কোন ধরনের বালা-মুসিবত থেকে হিফাজতে থাকবে।

২. যে ব্যক্তি কোন জালিম ব্যক্তির সামনে (আগে-পরে দরূদ শরীফ সহ) ৫০ বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পাঠ করবে, সেই জালিম ব্যক্তির মনের মধ্যে পাঠকের ব্যাপারে ভীতির সঞ্চার হবে এবং তার ক্ষতি থেকে রেহাই পাবে।

৩. সূর্য উদয়ের সময় যে ব্যক্তি সূর্যের দিকে মুখ করে ৩০০ বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم এবং ৩০০ বার (যে কোন) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ্ তার জন্য এমন স্থান থেকে রিজিকের ব্যবস্থা করবেন যা তার ধারণাতেও নাই। (প্রতিদিন পড়ার দ্বারা) اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এক বৎসরের মধ্যে অত্যন্ত ধনশালী হয়ে যাবে।

৪. দূর্বল মেধা সম্পন্ন (পূর্বে ও পরে দরূদ শরীফ সহ) ৭৮৬ বার بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে যদি পানিগুলো পান করে নেয়, তাহলে اِنۡ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তার স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং কোন কথা শুনলেই মনে থাকবে। (শামসুল মাআরিফ, (অনুদিত), ৭৩ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ عَزَّوَجَلَّ কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net